হজ্জ তারবিয়াহ

সিরিজ-৬



মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি

এ সেশনে যা অন্তর্ভুক্ত থাকছেঃ

- আল্লাহর প্রতি ঈমান
- তাগুতকে অস্বীকার করা
- ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াবলী

হজ্জ তারবিয়াহ সিরিজ

১. হজ্জের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং ইহরাম
২. হজ্জের ঐতিহাসিক পটভূমি ও ইবরাহীম (আ:)
৩. আরাফা, মোজদালিফা ও মিনায় অবস্থান এবং হাজীদের করণীয়
৪. জামারাত (পাথর মারা), কুরবানী করা ও মাথা মুন্ডনের বিধান
৫. হজ্জে মাবরুর এবং হজ্জ পরবর্তী করণীয়
৬. মৌলিক বিশ্বাসঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে অস্বীকার, কুফর ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াদি
৭. তাওহীদের ধারণা এবং প্রচলিত শিরক ও বিদাআ'ত সমূহ
৮. কবীরা গুনাহ ও তওবার গুরুত্ব
৯. তাহারাতঃ ওযু, গোসল ও তায়াম্মুম
১০. রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর সালাত
১১. স্বনির্ভর জাতি গঠনে যাকাত ও উশরঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
১২. ইসলামী অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা
১৩. সুদ নিষিদ্ধকরণঃ প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ
১৪. রাসূল (সঃ) এর মাক্কী জীবন
১৫. রাসূল (সঃ) এর মাদানী জীবন
১৬. সাহাবীদের জীবন থেকে
১৭. ইসলামের পারিবারিক জীবন ও সন্তান প্রতিপালন
১৮. পর্দার ইসলামী বিধান ও পোশাক
১৯. ইসলামে সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য: আমানতদারিতা, সত্যবাদিতা, ভাতৃত্ববোধ, কোমলতা ও ত্যাগ

মৌলিক বিশ্বাস: আল্লাহর প্রতি ইমান, তাগুতকে অস্বীকার ও ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াবলী

আল্লাহর প্রতি ইমান: ঈমান ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ মূল স্তম্ভ। আখিরাতে ঈমান ছাড়া মানুষ মূল্যহীন। ঈমান ব্যতীত মানুষ তার কোন সৎ আমলের প্রতিদান পরকালে লাভ করতে পারবে না। আবার ঈমানহীন মানুষ জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হবে চিরকাল। তাই ঈমানকে ইসলামের মূল খুঁটি বললেও অত্যুক্তি হবে না। এখানে ঈমান সম্পর্কে কিছু মৌরিক আলোচনা উপস্থাপন করা হল।

ইমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস, আস্থা, প্রত্যয় ও ধর্মীয় বিশ্বাস। শব্দটি আরবী আলিফ, মিম ও নুন বা আমনুন শব্দমূল থেকে এসেছে। আমান শব্দটি কয়েকটি অর্থ নির্দেশ করে।

ক. আমান: আস্থা যা খিয়ানতের বিপরীত।
খ. আমান: নিরাপত্তা এর বিপরীত আল খাওফ বা ভয়। এই আমনুন শব্দ থেকে এসছে 'ইমান যার বিপরীত 'কুফর।

শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ৪র্থ হিজরী শতকের প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনুল ফারিস (৩৯৫হিজরী) বলেনঃ "হামযা, মীম ও নুন" এই ধাতুটির মূল অর্থ দুটি। প্রথম অর্থ: বিশ্বস্ততা, যা খিয়ানতের বিপরীত এবং দ্বিতীয় অর্থ বিশ্বাস করা বা কোনো ব্যক্তি বা বিষয়ের সত্যতা স্বীকার করা। আমরা দেখছি যে, অর্থ দুটি খুবই নিকটবর্তী ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

শরীয়াতের নিরিখে ঈমান এর পরিচয় বেশ কিছু বিষয়ের নির্ভর করে। তবে খুব সংক্ষেপে ইমানের পরিচয় সম্পর্কে প্রসিদ্ধ ফকীহ এবং ইমামগণ যা বলেছেন তা হচ্ছে-

الْإِيمَانُ: هُوَ تَصْدِيقٌ بِالْجَنَانِ، وَ إِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.

ইমান হচ্ছে হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম।

ঈমানের এই পরিচয়টা খুব সংক্ষিপ্ত এবং সার্বজনীন। বেশ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। প্রকৃত অর্থে ঈমান পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য এবং প্রকৃত মু'মিন হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়াবলী কর্মে, বিশ্বাসে এবং বাস্তবজীবনে আমল করতে হবে। তখনই সে ব্যক্তি একজন একজন ঈমানদার ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবেন।

(ক) ঈমানের বিষয়টি অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করা। মহান আল্লাহ বলেন,

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ -

'যারা সত্যসহ উপস্থিত হয়েছে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছে তারাই তো মুত্তাক্বী, তারা যা চাইবে সব কিছুই আছে তাদেও প্রতিপালকের নিকট। এটাই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান'। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

‘এমনিভাবেই আমিই ইব্রাহীমকে আসমান ও যমীনের রাজত্ব অবলোকন করিয়েছি, যাতে সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

তিনি আরো বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ - يَرْتَابُوا -

‘তারাই প্রকৃত মুমিন যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পরে আর কোন সন্দেহ পোষণ করে না’।

মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাসে কোন সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না। সে মহান আল্লাহর প্রতি অটুট বিশ্বাসের অধিকারী হবে। ভুল ক্রমে কোন বিচ্যুতি হলেও ঈমান থাকার কারণে মহান আল্লাহ মাফ করে দিবেন। হাদীসে এসেছে:

عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ".

আনাস (রা.) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ পাঠ করবে অথচ তার অন্তরে একটি যব পরিমাণ ঈমান রয়েছে সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে। যে ব্যক্তি ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ পাঠ করবে এবং তার অন্তরে একটি গম পরিমাণ ঈমান

রয়েছে সেও জাহান্নাম থেকে বের হবে। অনুরূপ ঐ ব্যক্তিও জাহান্নাম থেকে বের হবে যে ‘‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’’ পাঠ করবে অথচ তার অন্তরে একটি সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান রয়েছে।

তবে এ হাদীছের অর্থ এই নয় যে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়ে বসে থাকবে। বরং অন্তরে বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল দ্বারাই একজন মুমিন হওয়া যাবে, নচেৎ নয়। যা কুরআন ও হাদীসের দ্বারা বুঝা যায়।

(খ) মুখে উচ্চারণ করা অর্থাৎ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ বাক্যটি মুখে স্বীকৃতি প্রদান করা, উচ্চারণ করে পড়া এবং আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ-

‘তোমরা বল, আমরা ঈমান রাখি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব এবং তাদের বংশধরের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং মূসা ও ঈসা-কে যা প্রদান করা হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রভু হ’তে যা দেয়া হয়েছিল। আমরা তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী’।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا

‘যখন তাদের নিকট এটা আবৃত্তি করা হয় তখন তারা বলে, আমরা এতে ঈমান আনি। এটা আমাদের প্রতিপালক হ’তে আগত সত্য’। তিনি আরো বলেন, **وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ** ‘বল, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি’। অন্যত্র তিনি বলেন, **إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** ‘তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে সত্যের সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত’। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ

‘যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এবং এই বিশ্বাসে অবিচল থাকে, তাদের জন্য কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না’।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ؛ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى . "رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশিত হয়েছি, যতক্ষণ না তারা এ মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মা‘বূদ নেই ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহর রাসূল। আর ছালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত আদায় করে। তারা যদি এগুলো করে, তবে আমার পক্ষ হ’তে তাদের

জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল। অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোন হক থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর অর্পিত'।

উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াত এবং হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট হ'ল যে, ঈমান অর্থ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে উচ্চারণ ও তদনুযায়ী আমল করা। এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়েই খাঁটি মুমিন হওয়া যাবে, নচেৎ নয়।

(গ) অন্তরের আমল অর্থাৎ নিয়ত করা। কারণ সকল আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। সকল ইবাদতের ক্ষেত্রে ইখলাস থাকা। কারণ ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। ভালবাসা, আনুগত্য, আশা-ভরসা ইত্যাদি সবই আল্লাহর জন্য হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

'আর যেসব লোক সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, তাদেরকে তুমি দূরে ঠেলে দিও না'।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ

'আর তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদান হিসাবে নয়, বরং তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়'। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيْمَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ -

'নিশ্চয় মুমিনরা এরূপ যে, যখন (তাদের সামনে) আল্লাহকে স্মরণ করা হয়, তখন তাদের অন্তর সমূহ ভীত হয়ে পড়ে। আর যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন সেই আয়াত সমূহ তাদের ঈমানকে আরও বৃদ্ধি করে দেয়। আর তারা তাদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا آتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ

'এবং যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে- এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে'।

উল্লিখিত আয়াত সমূহ থেকে এবং অন্যান্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর উপর ভরসা, ভয়-ভীতি, আশা-আকাংখা, বিনয়-নম্রতা, আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা সবই অন্তরের আমল।

(ঘ) জিহবা বা মুখের মাধ্যমে আমল। কুরআন তেলাওয়াত, যিকর-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল, তাকবীর, দু'আ-ইস্তেগফার ইত্যাদি মুখের ইবাদত। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ-

'যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারাই আশা করতে পারে তাদের এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় নেই'। তিনি আরো বলেন,

وَ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ

'তুমি তোমার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট তোমার প্রতিপালকের কিতাব আবৃত্তি কর; তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউই নেই'।

তিনি বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْراً كَثِيراً، وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً -

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা কর'।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُوْرٌرَّحِيْمٌ

'তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, দয়ালু'।

এসব দলীল এবং অন্যান্য আরো দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুখের মাধ্যমে উচ্চারণ করে বা পড়ে যেসব আমল করা হয় তা সবই মৌখিক ইবাদতের মধ্যে শামিল হবে।

(ঙ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে আমল করা। রুকূ-সিজদা আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা, মসজিদের দিকে সালাতের জন্য রওয়ানা হওয়া, হজ্জ করা, সিয়াম পালন করা, আল্লাহর দ্বীন সমুন্নত করার জন্য আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা ইত্যাদি যত প্রকার আমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা করা হয় সবই এর মধ্যে শামিল হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

তোমাদের সালাতগুলো সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযে বেশী যত্নবান হও। এবং সালাতে আল্লাহর সামনে বিনয়-অবনত হয়ে দাঁড়াও। মহান আল্লাহ আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ -

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। আর আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেভাবে জিহাদ করা উচিত'। অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلاَماً، وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً-

'আর রহমানের বান্দা তারাই যারা (আল্লাহর) যমীনে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং যখন অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করে

তখন তারা বলে সালাম (শান্তি)। আর তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদারত অবস্থায় ও দন্ডায়মান হয়ে'।

সুতরাং বলা যায়, ঈমান হচ্ছে অন্তরের বিশ্বাস, মুখের স্বীকৃতি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করা। সুতরাং যার মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে সে প্রকৃত ঈমানদার। তবে অন্তরের বিশ্বাস ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তার সাথে মুখের স্বীকৃতি পাওয়া যাবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা আমল করবে। সুতরাং যার মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান সেই প্রকৃত ঈমানদার হ'তে পারবে। আর এর ওপরেই কুরআন ও হাদীসের দলীল এবং মুসলমান আলেমদের কথা আবর্তিত হচ্ছে। কোন কোন বিষয়ের ওপর ঈমান আনতে হবে?

এ ব্যাপারে আমাদের সামনে হাদীসে জিবরীল এ খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। জিবরীল আ. যখন রাসূল সা. কে জিজ্ঞেস করলেন:

فَأَخْبرن عَنِ الإِيمَان : আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। তিনি বললেন:

أنْ تُؤمِنَ باللهِ، وَمَلائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَاليَوْمِ الآخِر، وتُؤْمِنَ بالقَدَرِ خَيرِهِ وَشَرِّهِ».قَالَ : صَدقت

তুমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশ্তাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলসমূহ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস রাখবে।

এখানে ৬টি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। এই ৬টি বিষয়কে তিনটি মৌলিক ভাগে ভাগ করা যায়:

১. তাওহীদ এর প্রতি বিশ্বাস: অর্থাৎ মহান আল্লাহ, ফিরিশতাগণ ও ভাগ্যের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস।

২. রিসালাতের প্রতি বিশ্বাস: অর্থাৎ কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগওণর প্রতি বিশ্বাস।

৩. আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস: অর্থাৎ পরকাল, মাওত, পুনরায় জীবন, বারযাখ, জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

সুতরাং, মহান আল্লাহর ওপর ঈমান বলতে তিনি আমাদের সবকিছুর নিয়ন্ত্রক, সবকিছু দেখেন, আমাদের জীবন-মৃত্যু দাতা এসব ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা। এছাড়া তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি দৃঢ়ভাবে ঈমান আনার নামই মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

তাগুতকে অস্বীকার করা

الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، ومجاوزة الحق إلى الباطل، ومجاوزة الإيمان إلى الكفر وما أشبه ذلك، والطواغيت كثيرون، وكل طاغوت فهو كافر بلا شك

তাগুত অর্থ খোদাদ্রোহী, বিপথে পরিচালনাকারী। শব্দটি একবচন। বহুবচনে তাওয়াগিত। কুফরীর মাঝে বাড়াবাড়ি করা। এবং সর্ব ব্যাপারে আল্লাহ প্রদত্ত সীমা অতিক্রম করা। সত্যের সীমা অতিক্রম করে মিথ্যার দিকে ধাবিত হওয়া। ঈমানের পথ মাড়িয়ে কুফরীর দিকে

চলে যাওয়া। তাগুত অনেক ধরণের হতে পারে এবং প্রতিটি তাগুত সন্দেহাতীতভাবে কাফির এবং কুফরীতে নিপতিত করে।

তাগুত অনেক রকম হতে পারে। তবে ইবনে কায়্যিম র. এবং অন্যান্য আলেমগণ বলেন এটা প্রধানত ৫ প্রকার। যথা:

এক.

الأول: إبليس - لعنة الله - فإنه رأس الطواغيت، وهو الذي يدعو إلى الضلال والكفر والإلحاد ويدعو إلى النار فهو رأس الطواغيت.

এক নম্বর তাগুত : ইবলিস - আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিন - সে তাগুত শিরোমণি, সে এমন যে সকলকে গোমরাহী, কুফর ও নাস্তিকতার দিকে ডাকে এবং জাহান্নামের দিকে ডাকে।

দুই.

والثاني: من عبد من دون الله وهو راضٍ بذلك، فإن من رضي أن يعبده الناس من دون الله فإنه يكون طاغوتًا

যে আল্লাহ ছাড়া অন্যকারো ইবাদত করে এবং তাতে সন্তুষ্ট হয় সে তাগুত। কারণ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ইবাদত করলে খুশি হয় সে তো আসলেই তাগুত হিসেবে গন্য। মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ

তাহলে বলো, আমি কি তাদেরকে চিহ্নিত করবো যাদের পরিণাম আল্লাহর কাছে এ ফাসেকের চাইতেও খারাপ ? বস্তুত যাদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের মধ্য থেকে কতককে বানর ও শুয়োর বানানো হয়েছে এবং যারা তাগুতের বন্দীগী করেছে, তারা আরো নিকৃষ্ট এবং তারা সাওয়া-উস-সাবীল- (সরল সঠিক পথ) থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে।

তিন.

من ادعى شيئًا من علم الغيب، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو طاغوت؛ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى:

قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ

والذي يدعي أنه يعلم الغيب يجعل نفسه شريكًا لله عز وجل في علم الغيب فهو طاغوت.

যে ব্যক্তি গায়েবের কিছু জ্ঞান আছে বলে দাবি করে, বা যে ব্যক্তি দাবি করে যে সে গায়েব জানে সে তাগুত। কেননা অদৃশ্যের কথা একমাত্র আল্লাহই জানেন মহান আল্লাহ বলেন:

قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّه

বলুন,আল্লাহ ছাড়া আকাশসমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউই অদৃশ্য জানে না। এবং যে ব্যক্তি অদৃশ্যকে জানার দাবি করে এবং সে নিজেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর অদৃশ্যের জ্ঞানের অংশীদার মনে করে। (সূরা নামল ৬৫)

চার.

والرابع: من دعا الناس إلى عبادة نفسه، وهذا كما يفعل بعض أصحاب الطرق الصوفية والمخرفين الذين يسيطرون على عباد الله، ويجعلون لأنفسهم مقام الألوهية في أنهم ينفعون ويضرون، وأنهم إلى آخره، ويستغل العباد ويترأس عليهم بالباطل.

চতুর্থ: যে ব্যক্তি মানুষকে নিজের ইবাদত করার জন্য ডাকে, এবং কিছু সুফীনামধারী ভ্রান্তপথের অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ এটি করে। কিছু বিভ্রান্তিকর ব্যক্তি যারা আল্লাহর বান্দাদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিজেদেরকে প্রভুর স্থানে সমাসিন করে লাভ ও ক্ষতি করে। পরিশেষে তাদের শোষণ করে এবং মিথ্যার সাহায্যে তাদের নেতৃত্ব প্রদান করে। এ সকল কাজও তাগুত।

পাঁচ.

من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا

(سورة النساء: آية)

فالذي يحكم بغير ما أنزل الله فهو يرى أن حكمه بغير ما أنزل الله أصلح للناس وأنفع للناس، أو أنه مساوٍ لما أنزل الله، وأنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو يحكم بغيره، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهذا يعتبر طاغوتًا وهو كافر بالله عز وجل. هذه رءوس الطواغيت.

যে মহান আল্লাহর কুরআন বিরোধী ফয়সালা দেয় সে তাগুত।

মহান আল্লাহ বলেন:

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيدًا} [سورة النساء: آية

হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলেছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেই সব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমরা পূর্বে নাযিল করা হয়েছিল কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়সমূহ ফায়সালা করার জন্য "তাগুতে"র দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে তাগুতকে অস্বীকার করার হুকুম দেয়া হয়েছিল ?

শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে সরল সোজা পথ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সে মনে করে মহান আল্লাহর ফয়সালা থেকে নিজস্ব প্রদত্ত ফয়সালা মানব বান্ধব এবং মানুষের কল্যাণ আনবে। মানুষের অধিক উপকার হবে। অথবা মনে কওে মহান আল্লাহর হুকুমের বিরোী হুকুম প্রদান বেধ। এ ধরণের চিন্তার মানুষ চূড়ান্তভাবে কাফির এবং এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় তাগুত।

সুতরাং, তাগুতকে অস্বীকার করা এবং মহান আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করার অর্থই সে ব্যক্তি মহান আল্লাহ প্রদত্ত সরল সঠিক পথ

যথাযথভাবে আকড়ে ধরতে সক্ষম হলো। মহান আল্লাহ এজন্য বলেছেন:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত মত ও পথ থেকে সঠিক মত ও পথকে ছাঁটাই করে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এখন যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয় না। আর আল্লাহ (যাকে সে অবলম্বন হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে) সবকিছু শোনেন ও জানেন।

ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়াবলী:

সাওম, সালাত ও উযু নষ্ট হওয়া বা ভেঙে যাওয়ার যেমন কিছু কারণ আছে, তেমনি ঈমান ভঙ্গের ও কিছু কারণ রয়েছে। ঈমান নষ্ট হওয়া বলতে যা বুঝায় তা হচ্ছে-

نو اقض الإيمان هي: الأقوال أو الأفعال أو المُعتقدات التي تُنقض وتُبطل الإيمان في القلوب والنفوس

ঈমান বিনাশকারী হচ্ছে এমন কথা, কাজ ও বিশ্বাস এর নাম যা অন্তর ও আত্মার বিশ্বাসকে বাতিল করে দেয়।

ঈমান নষ্টকারী বিষয়গুলো চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত:

১. মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা বা অপমান করা।
২. মহান আল্লাহকে মা'বুদ হিসেবে অস্বীকার করা বা তাঁর সাথে শিরক করা।
৩. মহান আল্লাহর নাম এবং গুণাবলী অস্বীকার করা বা নিন্দা করা
৪. রাসূল (সা) এর মিশনকে অস্বীকার করা ও বিরোধিতা করা।

সহজ ভাবে বোঝার জন্য ঈমান নষ্ট হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা থাকা উচিত। এর প্রতিটি বিষয়ের সাথে আল কুরআন ও আল

হাদীসের দলীল রয়েছে। এখানে সংক্ষেপে শুধু শিরোনামগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে পশু জবাই করা
২. কোন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মান্নত করা
৩. মহান আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা
৪. শিরক করা
৫. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি ভরসা করা
৬. সঠিক আকীদা-বিশ্বাসে তুষ্ট না থাকা
৭. কুরআন-হাদীসের কোন বিষয়ে ঠাট্টা-মশকরা করা
৮. ইসলামের কোন হুকুম-আহকাম নিয়ে ব্যঙ্গ করা
৯. ইবাদতের নিয়তে কোন কবর তওয়াফ করা
১০. কুরআন-হাদীসের কোন কথা অস্বীকার করা
১১. ইসলামের কোন একটি রুকন অস্বীকার করা
১২. ইসলামী আইনকে ঘৃণা করা
১৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে গালমন্দ করা
১৪. আল্লাহর কোন গুণাবলি অস্বীকার করা
১৫. কোন একজন নবীকেও অবিশ্বাস বা তুচ্ছ মনে করা
১৬. আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানবরচিত আইন দিয়ে বিচার করা
১৭. আল্লাহর আইনের বিরোধি কোন এম আইন তৈরি করা
১৮. হালালকে হারাম ও হারামকে হালাল করে ফেলা
১৯. ইসলামের কোন বিধান রদবদল করা
২০. মুরতাদ হওয়া
২১. মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদেরকে সাহায্য করা

২২. অমুসলিমদেরকে অমুসলিম না বলা
২৩. ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে এবং রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে আলাদা রাখা

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল রাখুন। ঈমানের ওপর অটল থাকার তৌফিক দিন।

নোট